প্রথম আলো

06 JAN 2006

পৃষ্ঠা কলাম

চারদিক

অক্ষরের জগতে নিরক্ষর শিশু

.... শিরীন পারভীন

বইয়ের পাতা ঠিক করতে করতে আনমনে কিছু শব্দ পড়ে ফেলে রাজু। তার উচ্চারণ শুনে বই বাঁধাই করতে থাকা সঙ্গী শিশুরা হেসে ওঠে। কেউ কেউ আবার একটু এগিয়ে পিঠও চাপড়ে দেয়। শুধু রাজু নয়, রাজুর মতো অসংখ্য শিশু-কিশোর বই বাঁধাইয়ের কাজ করছে। আমাদের দেশের মুদ্রণ ব্যবসা বছরের শেষের দিকে খুব জমজমাট হয়ে ওঠে। এ সময়টা প্রেস ব্যবসায়ীদের জন্য ভরা মৌসুম। কারণ এই সময়টাতেই পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ চলে। সারা দেশে জানুয়ারির শুরুতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিশুর হাতে বই পৌঁছে দিতে হবে। তাই কাজের তাড়া। কর্মচারীদের মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। বছরের বাকি সময় যে একেবারেই কাজ হয় না, তা কিন্তু নয়। পোস্টার, লিফলেট, প্যাড, বই বাঁধাইয়ের কাজ তো সব সময়ই চলছে। তবে অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে প্রেসগুলোতে কাগজ আর রঙের খেলা একটু বেশিই চলে।

ঢাকা শহরের মুদ্রণ ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ফকিরাপুল আর আরামবাগ এলাকা। এখানে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার প্রেস। এসব প্রেসে কাজ করে ৯ থেকে ১৫ বছরের ছেলেরা। অন্যান্য বয়সের লোকজন থাকলেও এ বয়সের শিশু-কিশোরদের সংখ্যাই বেশি। কারণ তাদের কম টাকায় পাওয়া যায়।

আরামবাগ এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, বেশির ভাগ প্রেসে একটিমাত্র কক্ষ ভাড়া নিয়ে তার মধ্যে কাঠ দিয়ে দোতলা বানিয়ে প্রেসের ছাপা ও বাঁধাইয়ের কাজ চলছে। সারাক্ষণ মেশিন চলছে। স্যাঁতসেঁতে ঘরে অল্প আলোতে উবু হয়ে বসে শিশুশ্রমিকরা কাজ করছে। বিক্রি করছে তাদের শ্রম। বিন্দুমাত্র অবসর নেই। কম আলোতে কাজ করার ফলে কেউ কেউ চোখের সমস্যায় ভুগছে। কেউ আবার উবু হয়ে কাজ করার জন্য ভুগছে মেরুদণ্ডের পীড়ায়।

তাতে নিজের পক্ষে চলাই কঠিন হয়ে পড়ে। এ রকম কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাদের বেতন মাসে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকার মধ্যে। তা ছাড়া গ্রাম থেকে আসায় তাদের নির্দিষ্ট ঘুমানোর জায়গাও নেই। অন্ধকার কালিঝুলিমাখা প্রেসের মেঝেতেই রাত কাটে অনেকের। বাকিরা ১০-১২ জন মিলে খুব অল্প টাকায় চিলেকোঠা ভাড়া করে থাকে। সেসব ভাড়া বাসায় কেবল রাত ১০টার পরই ঢোকা যায় এবং সকাল ৭টার আগে বের হতে হয়। প্রাকৃতিক কার্যাদি সারার কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে; এ জন্যও আবার ফিরতে হয় প্রেসে।

লেখাপড়া করার ইচ্ছা থাকলেও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ছোট্ট রাজুকে বেছে নিতে হয়েছে বই বাঁধাইয়ের কাজ। রাজু জানায়, 'আগে খাওন চাই, হের পর লেখাপড়া।' বই ছাপা আর বাঁধাইয়ের কাজ করা অল্পবয়সী রাজু, রবিউল, জাহিদ, মতিনরা কি নিরক্ষরই থেকে যাবে? নতুন বইয়ের সোঁদা গন্ধের মধ্যেই কি এদের আশা ও স্বপ্নগুলো হারিয়ে যাবে? নিজেদের প্রাপ্যটুকু না জেনেই এরা অন্যদের আলোকিত জগতের সন্ধান দিয়ে চলেছে। দেশের বিশিষ্ট নাগরিকরা কি এদের জন্য কিছুই করতে পারেন না?

১৮৯টি রাষ্ট্রের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। সেখানে তারা প্রতিশ্রুতি দেন যে, ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১৫ সালের মধ্যে চর[illegible] দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ এবং সর্বজনী[illegible] প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করবেন। কিন্তু বাংলাদেশে তার প্রতিফলন আদৌ [illegible] দেখা যাচ্ছে?

সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক তা ছাড়া সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার কথা ঘোষণা করেছে। অ[illegible] সারা দিন যারা সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার উপকরণ তৈরি করছে, তারাই থে[illegible] যাচ্ছে শিক্ষার আলো থেকে দূরে। এ যে[illegible] প্রদীপের নিচে অন্ধকার! এদের মধ্যে কতজন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তা নিশ্চিত ক[illegible] বলা সম্ভব নয়। তবে তাদের সংখ্যা খুব[illegible] নগণ্য। সবার জন্য আলোকিত জগৎ তৈ[illegible] করলেও নিজেদের দিকে তাকানোর ফুরসত নেই তাদের। দারিদ্র্য তাদের সে[illegible] পথ আগলে রেখেছে। শিক্ষা তাদের থে[illegible] মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। বেঁচে থাকার কঠি[illegible] সংগ্রামে এরা সারাক্ষণ ব্যস্ত। এদের মধ[illegible] দু-একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোলেও অর্থাভাবে বেশির ভাগের পক্ষেই সম্ভব হয়নি অক্ষরজ্ঞান লাভ করা গ্রাম ছেড়ে জীবিকার টানে শহরমুখী হতে হয়েছে তাদের। এখন এরা প্রেস

রাজু দুই সহকর্মীর সাথে বই বাঁধাইয়ের কাজ করছে